নববর্ষের সংকল্প

—সুব্রতা সাহা বসু

একটা বছরের ক্রমাগত ক্ষয় হতে থাকা দিনগুলোর সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনার ঝরা পাতা মাড়িয়ে নতুন এক দিগন্তের পথে পা বাড়ায় নতুন বছরের আগামী দিনগুলি। একরাশ সম্ভবনার তরী আপন ছন্দে পাড়ি দেয় দিগন্তবিস্তৃত জীবনের অতলান্ত সমুদ্রপথে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্রের বারমাস্যা ফুলের আভরণে সজ্জিত সে রূপের ছটায়, বর্ণবৈচিত্রে, স্বভাবজাত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট জীবকুল ভেসে চলে কোন অসীমে, আনন্দ সমুদ্র পানে। পহেলা বা পয়লা বৈশাখ দিনটা যারা আমরা বাংলায় থাকি তাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানুষের নানা উদ্দেশ্যের উপকরণ। কখনো ব্যবসায়িক কখনো সাংস্কৃতিক, আবার কখনো বা জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া, আনন্দের—হাট বসানোর দিন। ব্যবসা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য হল যে এদিন 'হালখাতা' উৎসবের দিন। এদিন ছোট থেকে বড় সব ব্যবসায়ী মানুষ সকালে নিষ্ঠাভরে মন্দিরে পুজো দিয়ে হালখাতা উৎসব পালন করেন। তারপর সামর্থ্য মতো মানুষজনকে মিষ্টি মুখ করান। এর মধ্যে কিছু আর্থিক লেনদেন চলে। ব্যবসায়ী মানুষজন মহাজনের বকেয়া পরিশোধ করেন।

এদিন ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। পাড়ায়, পাড়ায় নতুন বছরকে আহ্বান জানিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মানুষের অংশগ্রহণ উৎসবকে নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে দেয়। ঘরে ঘরে প্রথামতো বাঙালি খাবার রান্না হয়। উৎসবের রীতি মেনে বৈশাখী বেলার উৎযাপন হয়। এভাবেই মনের কোণে জমে থাকা ক্লেদ, পুরোন বছরের কিছু কিছু না পাওয়ার বেদনা মিশে যায় আনন্দসাগরে।

ছোটবেলায় পয়লা কথাটার মানে বুঝতাম না বলেই হয়তো বলতাম 'একলা (১লা) বৈশাখ'। বলতাম ঠিক তবে ভাবতামও একলা কেন? পরে বড় হয়ে বুঝেছি বছরের প্রথম মাসের প্রথম দিনটা একলাই থাকে কারণ তার পিছনে থাকে বছরের বাকি দিনগুলোর লম্বা মিছিল। ঠিক যেমন একজন দলপতি সামনে থাকেন যার পিছনে থাকে সমবেত মানুষ। এই দলপতিকে অনেক দায়িত্ব, কর্তব্য ও সংকল্প নিয়ে চলতে হয় কারণ তাঁর দেখান সঠিক দিশায় চলে সমবেত মানুষ। বৈশাখের প্রথম দিনটিকেও ঠিক এই দলপতির মত সারা বছরের দায়িত্ব, কর্তব্য ও সংকল্পর ধারা বহন করে চলতে হয়। অতএব একলা চলার দায়িত্ব বহন করেই 'একলা বৈশাখ' কালচক্রে আবর্তিত হয়ে চলেছে। আর আমরা অর্থাৎ সমবেত মানুষজন বছরের প্রথম দিনটিতে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ রেখে নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থেকে ঠাকুর-মা-স্বামীজি ও নিজ নিজ গুরুর দেখান পথ ধরে এগিয়ে চলব সংসার সমুদ্রে।